অদিবাসীরা কাদের?

(ভুবনেশ্বরের উড়িয়া পত্রিকা 'সম্বাদ' ১৮ অক্টোবর ২০০৮ এ প্রকাশিত লেখার অনুবাদ)
(লেখক: দেবরঞ্জন)

আদিবাসীরা কাদের? খ্রীস্টান ফাদার বলে থাকেন আদিবাসী আমাদের। হিন্দু মৌলবাদীরা বলে থাকেন আদিবাসী আমাদের। খ্রীস্টান ফাদার বলেন "আদিবাসীরা সব বহু কুসংস্কারে ভরা। তারা অশিক্ষিত, অসভ্য। তাদেরকে মানুষ করাটাই যীশু চান।" হিন্দু মৌলবাদী ও অন্যরা বলেন, আদিবাসীরা সরল, গরীব। বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে আর তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অন্যরা তাদের ধর্মান্তরীকরণ করছে। এদের কে আমাদের ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদেরকে হিন্দু ধর্মতে ফেরত না আনলে হিন্দু ধর্ম লোপ পেয়ে যাবে।

এ বিবাদের ভিতরে আদিবাসী কোথায়? সে মন্দিরে না চার্চে? সে হিন্দুর পক্ষে না খ্রীস্টানদের পক্ষে? কবে কখনো কোথাও আদিবাসীদের কি বলতে শোনা যায়, "আমার ও এক সংস্কৃতি আছে, আমারও এক ধর্ম আছে, আমারও এক পরম্পরা আছে।" কিন্তু সে কথা এতই ক্ষীণ যে গীতার নাদ আর বাইবেলের ইংরাজী ধ্বনির ভিতরে তা আর শোনা যায় না।

আদিবাসীরা গরুর মাংস খান, মোষ মারেন। যদিও সউরা আদিবাসীরা কি গণ্ডআদিবাসীরা তা খান না। আদিবাসী যুবক-যুবতীরা প্রেম বিবাহে বিশ্বাস করেন। তবে লাঞ্জিগড়ের কুচিয়া কন্ধ বিশ্বাস করেন না। মূর্তি অপেক্ষা প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানকে সমস্ত আদিবাসীরা পূজা করেন। পূজাতে মদ ঢালেন, মদ খান। কন্ধরা পূজাতে মোষ বলি দেন। গাঁয়ের কেউ মারা গেলে আদিবাসী পুরুষ মহিলা সবাই শ্মশানে যান। নূয়াপাড়া জেলার সুনাবেড়ার গণ্ড আদিবাসী মৃতদেহকে পোড়ানোর বদলে পুঁতে দেন।

খ্রীস্টান বিশপ বলেন মদ না খেয়ে চার্চে আস। অবশ্য হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ ও সেইরকম কথাই বলেন। ব্রাহ্মণ বলেন গরু খাওয়া ছাড়ো যদিও বিশপ সে কথা বলেন না। খ্রীস্টান ফাদার বলেন যুবক যুবতীদের নাচ অসভ্যতা। এটা বন্ধ কর। হিন্দু মৌলবাদী তত্ত্বকথা শোনান, আদিবাসী সমাজের নারী-স্বাধীনতা আসলে নারীর ব্যাভিচার। তাদের হিন্দু ধর্ম অনুসারে পতিব্রতা হওয়াটা জরুরী।

বিশপ ও আর্চবিশপ বলেন আমাদের শিক্ষার অভাবেই আদিবাসীরা নরবলি দিত, ঝাড়ফুঁক করত। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানা আসতো না। আমরা তাদের শিক্ষিত করেছি। তাদের থেকে কুসংস্কার হাটিয়েছি। তাদেরকে যীশুর শরণে এনেছি।

হিন্দুধর্মের পুরোধারা বলেন আদিবাসীদের কোনো ধর্ম ছিলনা। আমরা তাদের ধর্ম দিয়েছি। হিন্দুধর্ম-ই তাদের ধর্ম। (অবশ্য শোনা যায় যে স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ এর জনগণনাতে প্রথমবার আদিবাসীদের সবাইকে হিন্দু হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হোয়েছিল।) আমরা তাদেরকে পাপপূণ্য স্বর্গমর্ত্য পুনর্জন্মের কথা শুনিয়েছি। তাদের মুক্তির রাস্তা তো আমরাই দেখিয়েছি।

খ্রীস্টান ফাদাররা বলেন আদিবাসীদের আমরা কাপড় পরা শিখিয়েছি। ঘর পরিষ্কার করা শিখিয়েছি। তাদের হাতে টাকা দিয়ে টাকার ব্যবহার শিখিয়েছি। তাদের হাতে বাইবেল দিয়েছি। তাদের ক্রস পরিয়েছি।

হিন্দু মৌলবাদের পুরোধা বলেন, আমরা আদিবাসীদের জন্য বনবাসী কল্যাণ সমিতি খুলেছি। চকাপাদ ও জলেশপট্টাতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংস্কৃত টোল খুলে দিয়েছি। তাদের কাছা দিয়ে ধুতি পরতে শিখিয়েছি।

হিন্দু, খ্রীস্টান দুই সংস্থাই এইরকম বলেন কারণ আদিবাসীদের নিজের ধর্মে না টানলে সংখ্যা কমে যাবে। আরো এক পা বাড়িয়ে হিন্দু মৌলবাদীরা বলেন, কেবল ধর্মই নয়, এরা আমদের সাথে

না থাকলে আমাদের ভোটও কমে যাবে।

উভয়েই চুপিচুপি পরোক্ষভাবে এ কথাও বলেন যে আদিবাসীরা গরীব। আদিবাসীরা সরল ও নির্বোধ। আদিবাসীরা অর্থলোভী। আদিবাসীর নিজের ধর্ম বলে কিছু নেই কিংবা তাদের স্বাভিমান বলে কিছু নেই। এরা অর্থলোভে 'ধর্মান্তরীকৃত' হয়ে যায় আবার 'বুঝিয়েসুঝিয়ে' 'চাপপ্রয়োগ' করলে 'স্বগৃহে' ফিরেও আসে।

খ্রীস্টান ফাদার বলেন আদিবাসীদের যুবকযুবতীদের প্রেম বিবাহ বড় খারাপ। হিন্দু মৌলবাদীদেরও সেই কথা - যুবক-যুবতী প্রেম বিবাহ বড়ই খারাপ। ফাদার বলেন সমস্ত বিবাহ চার্চে হওয়াটা জরুরী। হিন্দু মৌলবাদীরা বলেন বিবাহ ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে হওয়াটা জরুরী। ফাদার বলেন ভগবানের আকার নেই। তাই মূর্তিপূজা কুসংস্কার। হিন্দু মৌলবাদীরা বলেন আদিবাসীরা কাঠ ও পাথর ছেড়ে শ্রীরাম, হনুমান ও গণেশকে পূজা করুক। ফাদার বলেন প্রতি রবিবার নিয়মিত প্রার্থনাগৃহতে আস। হিন্দু মৌলবাদীর তরফে বলা হয় মকর সংক্রান্তি, দশেরা ও রামনবমী পালন কর। শুদ্ধ শরীরে মন্দিরে আস। দুপক্ষই বলেন, "এটাই আদিবাসীরা চায় আর এতেই আদিবাসীদের মুক্তি।" কিন্তু?

কিন্তু হিন্দু ধর্মের পুরোধারা এ কথার উত্তর দেন না, আদিবাসীরা যদি হিন্দুধর্মেরই হোলেন, তাহলে চারবর্গতে তাঁদের কেন কোনো স্থান নেই? তাঁরা আজ আদিবাসীদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের কথা যখন শোনাচ্ছেন তখন আদিবাসীদের এ আশ্বাস দিতে অসমর্থ কেন যে তাঁরা দীক্ষিত হলে পরে যে যেমন চাইবেন সেই মতন কেউ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা কিছু না হলে নিদেনপক্ষে শুদ্র হতে পারবেন?

খ্রীস্টান সংস্থার ফাদার অথবা প্যস্টর কখনো সরল ভাবে আদিবাসীদের কাছে কবুল করেন না যে যীশুও তোমাদের মত এক উপজাতির লোক। তিনি কখনো যুদ্ধর কথা বলেন নি। তিনি কখনো সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা অথবা ধর্মপ্রচারের কথা বলেন নি। 'নিউ টেস্টামেন্ট'কে তাঁর মুখনিসৃত বাণী মনেকরে তাঁর মৃত্যুর বহুপরে ধর্মপ্রচারের কাজে এঁরা নেমেছেন।

হিন্দু পুরোধারা কখনো আদিবাসীদের বলেন নি, জগন্নাথ আসলে আদিবাসীদের দেবতা, কাঠের তৈরী। পুরীর রাজা ও ব্রাহ্মণরা চালাকি করে জগন্নাথ কে চুরি করে আনে আর দৈতাপতি নামে এক বংশধারা সৃষ্টি করে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির তো এখন ব্রাহ্মণদের এক ইনডাস্ট্রী। তাঁরা সবাই সেই ইনডাস্ট্রীর এক এক অংশীদার, শেয়ারহোল্ডার। হিন্দু পুরোধারা এ আশ্বাস দিতে পারলেন না, "এসো, আমরা তোমাদের জগন্নাথকে আবার তোমাদের ফেরত দিয়ে দিই।" হিন্দুমৌলবাদীরা ঠিক বলতে পারেন না যে হিন্দু ধর্মের মূলমন্ত্র "বসুধৈব কুটম্বকম্" হওয়া সত্ত্বেও নিরীহ খ্রীস্টান পরিবার কে কেন আক্রমণের লক্ষ্য করা হলো। পঁচিশ হাজার খ্রীস্টান উড়িষ্যাতে নিশ্চয়ই স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে মারে নি।

দুই তরফের কেউই কখনো বলেন না যে আদিবাসীদের জমি হরণকারীরা হলেন এ সমাজের উচ্চশিক্ষিত বর্গ ও তাঁদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের নিজেদের লড়াই করবার দরকার। আদিবাসীদের তৈরি জিনিসের নায্যদর না পাওয়ার ব্যাপারে ও এঁরা নীরব।

দুঃখের কথা যে বহু আদিবাসী সংগঠন ও ব্যাক্তিবিশেষ সরকারের বিরুদ্ধে বা মহাজনী কারবারের বিরুদ্ধে বহু প্রশংসনীয় লড়াই করেছেন, তবুও সে লড়াইয়ে নিজের সংস্কৃতি ও নিজের পরম্পরার সুরক্ষার ব্যাপারটা জোড়েন নি। এঁরা কখনো উচ্চস্বরে বলেন নি "আমার সংস্কৃতি, আমার পরম্পরা, আমার ধর্ম সতন্ত্র। আমাদের কেউ খ্রীস্টান কেউ হিন্দু হতে পারেন, এ কথা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা নিয়ে রাজনীতির দরকার নেই।" ঝাড়খন্ড আন্দোলনের সময় এই স্বর একটু শোনা গেলেও তা ক্ষমতা রাজনীতির ভিতরে উধাও হয়ো যায় - তার আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। সেইরকম এক স্বর আবার আমরা শুনবার অপেক্ষাতে রইলাম।

(অনুবাদক: সোমেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য)